PRINT

সমকাল

# অনুমোদন পাচ্ছে আরও ২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১০ ঘণ্টা আগে

হ বিশেষ প্রতিনিধি

নতুন আরও অন্তত দুইশ' বেসরকারি স্কুল ও কলেজের পাঠদানের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রী, এমপি ও জনপ্রতিনিধিদের চাপে অনেকটা রাজনৈতিক বিবেচনায়ই নতুন স্কুল-কলেজ অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। অতিগোপনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ গত বৃহস্পতিবার তালিকাটি চূড়ান্ত করেছে। আজ রোববার চিঠি দিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের অনুমোদনের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে। জানতে চাইলে

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল শনিবার বিকেলে সমকালকে বলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ব্যাপারে ভাবা হচ্ছে। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও চলছে। তবে এখনও অনুমোদন করা হয়নি।

মন্ত্রী এ কথা বললেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, অন্তত দুইশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের জন্য শিক্ষামন্ত্রী, সচিব ও মন্ত্রণালয়ের অন্যদের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছিল। পূর্ণ মন্ত্রীদের অনেকে বার বার ফোন করে তাদের নিজ নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। এতে মানসিক চাপে পড়েন কর্মকর্তারা।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৩১ ডিসেম্বর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, অতিরিক্ত শ্রেণি, নতুন বিষয়-বিভাগ

খোলা-সংক্রান্ত কমিটির সভা হয়। কমিটির আহ্বায়ক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) জাবেদ আহমেদ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় কয়েকশ' আবেদনের মধ্য থেকে ৪৯৬টি স্কুল ও কলেজে পাঠদানের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এরই মধ্যে বিগত দিনে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রায়

১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি না করায় আন্দোলনে নামেন শিক্ষকরা। হাজার হাজার শিক্ষক জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে টানা অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। শিক্ষকদের আন্দোলনে বিব্রত হয় সরকার। শেষ পর্যন্ত সরকারের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করে বাড়ি ফেরেন শিক্ষকরা। ওই সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মৌখিকভাবে নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন না করার জন্য মৌখিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে থেমে থাকেননি মন্ত্রী-এমপি, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ও আমলারা। তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চাপ দিতে থাকেন। এ নিয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছেও শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, মন্ত্রী ও এমপিরা দাবি করেছেন- বিভিন্ন সময়ে তারা নির্বাচনী এলাকার স্কুল-কলেজ অনুমোদন করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি না দিলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এলাকার ভোটারদের কাছে তারা ভোট চাইতে যেতে পারবেন না। কর্মকর্তারা আরও জানান, শেষ পর্যন্ত ২০০ স্কুল ও কলেজের পাঠদানের স্বীকৃতি দেওয়ার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওই কমিটি ৪৯৬টি স্কুল ও কলেজ পাঠদানের অনুমতি দেওয়ার সুপারিশ করলেও শেষ পর্যন্ত তা থেকে অনেক কাটছাঁট করা হয। বৃহস্পতিবার দিনভর একজন যুগ্ম সচিবের রুম আটকিয়ে কয়েকজন কর্মকর্তা মিলে একটি তালিকা করেন। তালিকাটি ওই দিন বিকেলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে জমা দেওয়া হলে তিনি অনুমতি দেন। জানা যায়, বিগত দিনে স্কুল-কলেজের অনুমতির চিঠি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হলেও এবার তা দেওয়া হবে না। যাদের স্কুল-কলেজ বাদ পড়েছে তাদের চাপ সামলাতে এ কৌশল নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, পঞ্চগড়-২ আসনের এমপি নুরুল ইসলাম সুজন হাজিরহাট নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের অনুমতির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইনকে সম্প্রতি চাপ প্রয়োগ করেন। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসনের এক কর্মকর্তা সচিবকে ফোন করে বলেছেন, একটি রাস্তা শেখ রাসেল নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হাজিরহাট নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দূরত্ব গড়ে তুলেছে। নতুন স্কুলের অনুমোদন দিলে উভয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী সংকটে পড়বে। মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে নতুন স্কুলের অনুমোদন দেয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানচিত্র' অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগে নতুন কোনো কলেজের প্রয়োজন নেই। কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ও এমপির চাপে তিনটি কলেজ অনুমোদনের তালিকায় রয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের মতে, বিগত দিনে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন দেওয়া কলেজের বেশিরভাগই মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে পারছে না। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও ভর্তির তথ্যে সে চিত্র বেরিয়ে আসছে। গত কয়েক বছরে প্রতিষ্ঠিত নতুন এসব কলেজে শিক্ষার পরিবেশ না থাকায় শিক্ষার্থীরাও ভর্তি হতে চাইছে না। কলেজগুলো তাই শিক্ষার্থী সংকটে ধুঁকছে। একাদশ শ্রেণিতে গত বছর প্রায় সাড়ে তিন লাখ আসন খালি ছিল। এবারও অন্তত চার লাখ আসন খালি থাকবে। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ২০টি কলেজের কোনো শিক্ষার্থীই পাস করেনি। ২০১৬ সালে শিক্ষার্থী ভর্তি না হওয়ায় বোর্ডগুলো ১৪৩টি কলেজের পাঠদান বন্ধ করেছে। গত বছর ২৮০ কলেজের একই অবস্থা। এগুলোতেও পাঠদান বন্ধের প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সম্পাদনা: এস আই শরীফ/৬৩৯

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com